সবিতাসুদর্শন।

কাব্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

উৎপৎস্যতে হস্তি মমকোপি সমানধর্ম্মা।
কালেহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী।।

কলিকাতা

শ্রীশ্রীনাথ লাহার দ্বারা

হিন্দীসংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো নং ৩৭৪

১২৭৭

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
৩	৮	কভু	কভূ
৪	৭	আভাষ	আভাস
৬	১২	সরসীর	সরসির
৯	১৫	কাহার	কাহায়
ঐ	১৬	আমায়	আমার
১০	৭	দুঃখ	দুখ
ঐ	১৬	আন্ধার	আন্ধর
১১	৫	ধরণী	ধরনী
ঐ	১০	জন্ম	জম্ম
ঐ	১২	প্রভু	প্রভূ
২৩	১৩	পূর্ণ	পূর্ণা
২৫	১৬	সহকারী	সহুকারী
২৯	১৫	তুমি	তুনি
৩২	৩	বিজলী	বিজুলি
ঐ	৯	মৌনানন	মৌনামন
৩৪	১২	পুনঃ	পুসসঃ
ঐ	১৪	আভাষ	আভা

মঙ্গলাচরণ।

সদ্বিদ্যান্ গুণগ্রাহী পণ্ডিত মণ্ডলীকে
এই সবিতা-সুদর্শন
নামে গ্রন্থ খানি
প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিবস হইল গ্রন্থকার এই (সবিতাসুদর্শন) কাব্য খানি রচনা করিয়া রাখেন; ইহার ইংরাজী মতে প্রতি তৃতীয় পংক্তিতে মিল আছে; রচনার কোমলতা ও ভাবের প্রগাঢ়তা সাধনই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও তাহা বিশেষ রূপে সফল হইয়াছে।

এক্ষণে সবিতাসুদর্শন জনসমাজে প্রচারিত হইল সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

সন ১২৭৭ সাল
তারিখ

প্রচারকস্য
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসদে

ওঁ

সবিতাসুদর্শন।

কাব্য

পূর্ণতীর, স্বর্ণ জল, নিদাঘ সন্ধ্যায়
কলনাদে দোলে তরঙ্গিণী,
পটবাসে হাসে, মন্দ আন্দোলিয়া কায়,
রসবতী কৌতুকী কামিনী।

২

মন্দির, উন্নত শির, শূল চক্র তায়
শির আভরণ শোভা পায়;
বিলাসিনী কাশী! কিবা সেজেছে তোমায়
নিতম্বের মেখলা গঙ্গায়।

৩

কত দূর-সঙ্গীত, ভাসিয়া সমীরণে
ধীরে হয় কর্ণে আলিঙ্গিত,
দীর্ঘ ঘণ্টা কল নাদে, সন্ধ্যা আরাধনে,
ধূপ গন্ধে দিক আমোদিত।

৪

কাশী হেন সুখধাম, ধরেনা সংসার;
তায় সন্ধ্যা সুরম্য এমন,
মনোহর ঘাট তায় মণিকর্ণিকার,
তথা এক আসীন ব্রাহ্মণ।

৫

বৃদ্ধ বয়ঃ, হেমন্তের তুষার পতনে
ধবলিত বটে তার শির;
তবু যেন জ্যোতি ভরে জ্বলে দুনয়নে
যৌবনের নিদাঘ মিহির।

৬

প্রবীণ, প্রাচীন, অতি সম্ভ্রম ভাজন-
বিগলিত হেয় কায় নয়,
ফুল্ল পুষ্ট দেহ, গর্ব্ব জানায় আপন,
যৌবনের পূণ্য পরিচয়।

৭

বদন গম্ভীর অতি, নয় গরিমায়,
করুণা আভাষ ভাসে তায়;
সন্তোষের শশী, মোহ-মেঘ নাই তায়
জ্বালাতে (পুলক) চপলায়।

৮

কভু দৃষ্টি গঙ্গাজলে-গলিত কাঞ্চনে,
কখন বা নভঃ কান্তিমায়,
কভু পরপারে নীল কানন আসনে,
স্থূল, রক্ত রবি প্রতিমায়।

৯

"হে জবা সঙ্কাশ ভানু, জগত রঞ্জন!"
প্রাচীন কহিল ধীরে ধীরে;
"যাও অন্য লোকে গিয়া জাগাও জীবন
হাঁসাও সলিলে নলিনীরে"

১০

"হেঁসে হৈমবতী ঊষা ডাকিছে তোমায়,
হেঁসে তুমি চলিতেছ তায়;
আসিছে পশ্চাতে তব আবরিয়া কায়,
ছায়া সতী, সপত্নী ঈর্ষায়"।

১১

"দেখিলে দক্ষিণ, মিলে পদতলে ছায়া,
হও তুমি প্রজ্বলিত তায়,
তপন স্বভাবে তব কিছু নাই মায়া,
পরিহর তখনি তাহায়"।

১২

"জীবন্ত কিরণাকর, ভুবন প্রকাশ!
তুমি আদি সৃষ্টি অনাদির;
সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা আভাস,
স্ফুলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির"।

১৩

"অনাদি, অনন্ত, কাল, ভুজঙ্গের কায়,
স্বর্ণ শরে না কাটিলে তুমি,
বিশাল বেষ্টনে চির, রহিত নিদ্রায়
রম্য এ বিপুল বিশ্ব ভূমি"।

১৪

"কি সুষমা শোভা হল, প্রথমে যখনে
হলে ভানু শূন্যে বিভাসিত,
বিকশিত বিশ্বকুল্ বিচিত্র বরণে,
সিত, পীত, হরিৎ, লোহিত"।

১৫

"হে লোক পুলক, প্রিয় আলোক কারণ !
তুমিই জনক সুষমার,
দৃশ্যের বরণ, তুমি, দর্শকে নয়ন,
সব তম, বিহনে তোমার"।

১৬

"রশ্মির কিরণ স্রোতে সুখে করি স্নান,
পায় সবে বর্ণ আপনার,
এক বিভা, কি বিচিত্র রূপের বিধান,
সব সম, বিহনে তোমার"।

১৭

"দীধিতি নিধান ! দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !
পালক জীবন উষ্ণতার,
বিশ্ব আত্মা বৈশ্বানর বেদে করে গান,
সব শব বিহনে তোমার"।

১৮

"অসীম আকাশ ক্ষেত্রে বালক ক্রীড়ায়,
সদা তব মণ্ডল ভ্রমণ ;
রাশি হতে রাশি পরে ললিত লীলায়,
পরশিত কাঞ্চন চরণ"।

১৯

"সুলোহিত, পীত, সিত, বিচিত্র বিভায়,
চারি পাশে নাচে গ্রহগণ,
ব্যসনিত ভৃত্য সম লুকায় ত্বরায়,
তোমায় করিলে দরশন"।

২০

"এলো চুলে হেলে দুলে মিলে করে করে,
আগে আগে নাচে হোরাগণ ;
এক চক্র রথ চলে, চলে তার পরে,
পরে পরে ঋতু ছয় জন"।

২১

"কোমল বসন্ত রস প্রকাশ তোমায়,
পিক গীত, ভৃঙ্গের গুঞ্জন,
তোমা বিনা নিদাঘের প্রতাপ কোথায়,
সরসির সলিল শোষণ"।

২২

"বিচিত্র নিরদ কেবা বর্ষায় দেখায়,
কভু নীল কমল নীলিমা;
কখন দলিত কৃষ্ণ কজ্জলের প্রায়,
কভু গুর্ব্বী কুচের কান্তিমা"।

২৩

"করশর, (বেগে বায়ু পরাজিত যায়,)
ঘন তূণে রাখি আবরিত,
ধানুকী প্রধান; তুমি দেখাও বর্ষায়,
ধনু কিবা যতন চিত্রিত" ।

২৪

"পারদ মাখায় কেবা শরদ শরীরে,
কাশ ফুলে কাননে দোলায়,
কুয়াসার যবনিকা অন্তরালে ধীরে,
হাসো বসি হেমন্ত উষায়" ।

২৫

"নলিন বিহীন বলে শিশিরে কি হায়,
পরিহর ত্বরিত সংসার !
নেত্রনীর রূপে বর্ষি নীহার, নিশায়
কান্দে ধাত্রী অভাবে তোমার" ।

২৬

"কীলক সমান বলে পণ্ডিতে তোমায়,
পেয়ে যার আলম্বন বল,
বেগে বিঘূর্ণিত সবে আপন কক্ষায়,
ছোট বড় লোক চক্র দল" ।

২৭

"ক্ষীণ ক্ষীণতর ভানু, বিলীন এখন,
বুঝালে কি ভ্রান্তমতি নরে ?
তেজস্বী হলেও চির প্রভাব কখন
কারুই না রয় ধরা পরে"।

২৮

"আগত প্রভাতে তুমি ভাতিবে আবার,
হবে নাম তরুণ তপন ;
পুরাণ পুরুষে বলে নবীন কুমার
লভে পুন জনম যখন"।

২৯

হেন কবিতার ভাবে ভাষিছে ব্রাহ্মণ,
ফিরাইয়া নয়ন ত্বরিত
হেরিল জনেক তার বন্দিতে চরণ,
চরণ নিকটে নিপতিত।

৩০

উঠিল প্রণত জন। "সুখী হও বলে"
দ্বিজবর আশীষিয়া চায় ;
শশাঙ্ক, সন্ধ্যায় যেন উদিত ভূতলে,
কি কিশোর কিসলয় কায়।

৩১

বাল্যকাল অতীত, না আগত যৌবন,
শীত গ্রীষ্মে বসন্তের সেতু,
কিছু দিনে যোগ্য হবে যুবা সম্বোধন,
শিশু বলা যায় স্নেহ হেতু

৩২

চম্পক চণক জিনি তনু সুচিত্রিত,
ধী প্রাঙ্গন প্রশস্ত ললাট,
কাক পক্ষ কৃষ্ণ আঁখি অতি প্রসারিত,
অধরোষ্ঠ মিলিত কপাট।

৩৩

মসী লোমে নয় লেখা লাবণ্য রেখায়,
সে আননে লিপি প্রকৃতির,
(যে দেখিবে সেই ভাল বাসিবে ইহায়,)
তার যোগ্য বাহক শরীর।

৩৪

জিজ্ঞাসিল দ্বিজবর, "কি নাম তোমার ?"
"বিদেশী কি নিবাস হেথায় ?
নয়ন পুত্তলি ! তুমি কাহার কুমার ?
প্রয়োজন আছে কি আমায় ?"

৩৫

"শিশুকালে পিতা মাতা নিহত আমার,"
ধীরে শিশু করিল উত্তর.
"সুদর্শন নাম, আমি দ্বিজের কুমার
যথা সন্ধ্যা হয় তথা ঘর"।

৩৬

"সহোদর সহোদরা কেহ নাই আর,
ভ্রমি একা এসংসার বনে,
অনাথ দশায় তত দুখ না আমার,
যত হয় অজ্ঞান কারণে"।

৩৭

"যারে চাই সেই দেয় ক্ষুধায় আহার
বেঁচে আছে দেহ বটে তায়,
বিদ্যার ক্ষুধায় আত্মা নিহত আমার
কৃপানিধি, বাঁচাও আমায়"।

৩৮

"চির মাতৃ গর্ভবাসে রয় যেই জন,
তত দুঃখ নাহি গণি তার,
জননী জঠর বুঝি হবেনা এমন,
মোহ গর্ভ যেমন আন্ধার"।

৩৯

তোমার মহিমা গায় কাশী বাসি গণে,
রত শিব কার্য্য সম্পাদনে,
লভিলে জীবনে মুক্তি ভব অধ্যাপনে,
রাম নাম না চাই মরণে" ।

৪০

"সবে বলে ধরনী ধরেনা হেন আর
বিজ্ঞ, তব সম, অধ্যাপনে,
সমুচিত শিষ্য প্রভু আমিই তোমার,
হেন অজ্ঞ নাই অধ্যয়নে" ।

৪১

"তব পদ রজঃ হয় অপূর্ব্ব অঞ্জন,
জন্ম অন্ধে আঁখি পায় যায়,
বধির বিনোদ বিশ্ব রচনা কেমন
যদি প্রভু দেখাও আমায়" ।

৪২

"ভৃঙ্গের গুঞ্জন সম, শিশু হেন বলে,
তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ;
সুকোমল দ্বিজবর—হৃদয় কমলে
করুণার মধু উথলিল" ।

৪৩

"ছাড় ক্ষোভ প্রিয় শিশু জনক জননী
চির দিন কার রয় হায়,
স্রোতস্বতি নদী সম জানিবে অবনী,
তৃণ হেন মিলে জীব তায়" ।

৪৪

"ক্ষোভ না করিতে হবে বিদ্যা কামনায়,
সুখে চির কর অধ্যয়ন,
শাস্ত্র সিন্ধু জানিবে এজল সিন্ধু প্রায়,
পার তার পায় কোন জন" ।

৪৫

"মায়া গর্ব্বে, মোহ তমঃ, ঘোর আবরণ,
বাস তায় আমা সবাকার,
আর কে করিতে পারে সে গর্ব্ব মোচন,
স্বরস্বতী ধাত্রী বটে তার" ।

৪৬

"বিধির বিচিত্র বিশ্ব—গ্রন্থ বিরচন,
কার সাধ্য ভাব বুঝে তার,
অজ্ঞ টিকাকার তার অতি বিজ্ঞজন,
বুঝাইতে দেখায় আন্ধার" ।

৪৭

"যা কিছু সঞ্চিত আছে সঁপিব তোমায়,
চল থাক আলয়ে আমার"।
নিকেতনে চলে দ্বিজ সুখদ সন্ধ্যায়
চলে শিশু পিছে পিছে তার।

৪৮

নয় উচ্চ অট্টালিকা যথা উত্তরিল ;
চারি খানি কুটীরের ঘর।
"কোথায় সবিতা," বলি প্রাচীন ডাকিল,
মধুস্বরে লভিল উত্তর।

৪৯

প্রদীপ লইয়া করে, সমীর শঙ্কায়
এলো বালা, সুমন্দ গমনে,
দীপ্ত মুখ, দীর্ঘ রক্ত প্রদীপ শিখায়,
চুম্বিত, চঞ্চল সমীরণে।

৫০

সুকুমারী কুমারী ; যুবতি বলি তারে
দেয়না হৃদয়ে পরিচয় ;
উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ ভাতি কে বুঝিতে পারে,
কত হবে শিখার সময়।

৫১

মুকুতা গঞ্জন কিবা বিমল বরণ,
অবয়ব মধুর মিলিত,
দ্বিরদ রদন নিভ গ্রীবায় শোভন,
কুটিল কুন্তল আলুলিত।

৫২

অতিদীর্ঘ অসিত ভ্রূরেখার সীমায়
অসিত নয়ন ক্ষণে টলে,
মন্দ আন্দোলিত কাম কাল সর্পকায়
মুক্ত, কৃষ্ণ কঞ্চুকের তলে।

৫৩

সুগিলিত অধরোষ্ঠ কৌটার বিকাশে
মুকুতার পাঁতি দরশিত,
সরলতা ভরে ভ্রমে দাড়িম্বের আশে,
নাসা শুক চঞ্চু প্রলম্বিত।

৫৪

সমুচিত প্রতিযোগী রূপ গরিমার
বালক পাইল বালিকায়,
কুমারী কুণ্ঠিত দেখে অজ্ঞাত কুমার,
সহজাত ললনা লজ্জায়।

৫৫

সবিতা দুহিতা ভিন্ন অন্য কেহ আর
ব্রাহ্মণের নাই পরিজন,
রাখিতে সংসারে, স্বর্গ লুব্ধ চিত্ত তার
সেই মাত্র কোমল বন্ধন।

৫৬

শুভদিনে উপনীত করি সুদর্শনে
দ্বিজ আরম্ভিল পড়াইতে ;
আসিত পড়িতে আর বহু ছাত্রগণে ;
অদ্বিতীয় পণ্ডিত কাশীতে।

৫৭

ত্বরিত বুঝিল দ্বিজ সুদর্শন সম
শিষ্যদলে কেহ নাহি আর,
বোধ, স্মৃতি, আবৃত্তি, সকলে নিরুপম,
ব্যাখ্যা নাহি চায় দুই বার।

৫৮

নয় সুধু সুবোধ, সুশীল, সুদর্শন,
সদা রত গুরু শুশ্রূষায়,
না বলিতে যোগায় গুরুর প্রয়োজন,
মনোজ্ঞ, প্রাচীন দাস প্রায়।

৫৯

সুদর্শন সুবোধ, সুশীল, সুদর্শন,
ভায় তার কেহ নাহি আর ;
করে দ্বিজ যতনে পালন, অধ্যাপন,
ভাবে নিজ অঙ্গজ কুমার।

৬০

সোদর-সোদরা হীনা সবিতা সুন্দরী,
সুখ সঙ্গে মিলে সুদর্শনে ;
কুমার কখন নিজ পাঠ সাঙ্গ করি
খেলে, বসি কুমারীর সনে।

৬১

কুসুম উদ্যান ক্ষুদ্র, দ্বিজ নিকেতনে,
প্রাতে ফুল তোলে দুই জন,
সন্ধ্যায় সবিতা বধে ফুল কীটগণে,
মূলে জল দেয় সুদর্শন।

৬২

কখন সবিতা বসে শিখিতে রন্ধন,
কাছে বসি ব্রাহ্মণ শিখায়,
কাষ্ঠ, জল, দ্রব্য, যাহা হয় প্রয়োজন,
সুদর্শন পুলকে যোগায়।

৬৩

দিবা নিশা, সিতাসিত, দুই পাখা ভরে,
সময় বিহঙ্গ উড়ে যায় ;
এ হেন কি আছে কেহ এ অবনী পরে,
সে না যারে হাঁসায় কাঁদায় ।

৬৪

হেম কান্তি কায় সুতে দেয় অঙ্ক পরে,
পিতা মাতা হেঁসে ঢল ঢল,
কৌতুকে অলক্ষ্য পাখী নেয় পুনঃ হরে,
আর না সুখায় আঁখি জল ।

৬৫

বালক ধূলায় খেলে যুবতি যুবায়,
প্রাচীনের খেলা কাঞ্চনের,
নিরবে সে পাখী ডাকে শুনিবারে পায়,
ক্ষান্ত হয় খেলা সকলের ।

৬৬

কালে দ্বীপ, শত হয় সাগর উদরে,
কালে গিরি হয় অদর্শন,
কাননে নগর, কালে কানন নগরে,
কালে বিজ্ঞ, অজ্ঞ সুদর্শন ।

৬৭

অভিধান সঙ্গী সনে বিহারে বিস্তার
শাস্ত্রের কাননে সুদর্শন,
নন্দন কানন হারে সুষমায় যার,
দুর্গম রে পথ ব্যাকরণ।

৬৮

পুরাণ পাদপ ছায়া সব তাপ হর,
কাব্য ফুল বিকসিত তায়,
মাঝে মাঝে ব্যবচ্ছেদ স্মৃতির সুন্দর,
শোভে বনস্পতি সংহিতায়।

৬৯

কি চারু মণ্ডপচয় সাজে পরে পরে
দর্শনের লতা বিজড়িত,
প্রতি বৃক্ষে শ্রুতি পাখী গায় শির পরে
"তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি" গীত।

৭০

দগ্ধ হয় দারু যথা ত্বরিত দহনে,
জলে যথা শর্করা মিলায়,
অবিরামে অবিরোধে ত্বরিত পঠনে,
সুদর্শন লুভিল বিদ্যায়।

৭১

সহাধ্যায়িগণ সবে মানিল বিস্ময়,
শ্রমহীন প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
সুদর্শন সন্নিধানে সবে পাঠ লয়
নবীন, প্রাচীন, ছাত্রগণ।

৭২

অন্তর বর্ত্তিত, হেন, করিল যে কাল,
করিল সে তনু পরশিত,
অন্তরিত, অন্তরের মোহ তম জাল,
লোম রূপে চিবুকে উদিত।

৭৩

চারু পটে যথা যোগ্য চিত্রকর করে,
ছায়া রেখা চিত্রিত সুন্দর ;
আনন্দের বৃদ্ধি লক্ষ্য যুগ্ম বাহু পরে,
সহ সনে সুগম্ভীর স্বর।

৭৪

কি পরিবর্ত্তন পূর্ণ, লক্ষ্য সবিতায়,
অপরূপ নারী রূপ গতি,
ধূলি ধুসরিত কায় বালিকা কোথায়,
ভাতিল যুবতি প্রজাপতি।

৭৫

আছে কি সুন্দর কিছু প্রকৃতি সীমায়
হতে নব যুবতি উপমা,
শারদ সরিৎ, মন্দ আন্দোলিত বায়,
নয় তবু সে রূপ সুষমা।

৭৬

রম্য, রক্ত নবদল শিশিরের জলে,
ঢল ঢল নব রবি করে,
সুরম্য, রঙ্গিম ছটা রসালের ফলে,
রম্য, সন্ধ্যা-ছায়া নদী পরে।

৭৭

রম্য, যন্ত্র, গীত, ধ্বনি ঊষায় তন্দ্রায়,
অতি রম্য, বালকুল ভাষ,
প্রিয় মুখে হাঁসি রম্য, আর রম্য, হায়
নারি অঙ্গে যৌবন প্রকাশ।

৭৮

বরিষা লতিকা হেন, তনু ঢল ঢল,
অঙ্গ সুবলিত, সুললিত,
অলক্তাভ, অধরোষ্ঠ কর পদ তল,
কপোল, পাটল বিকসিত।

৭৯.

যুবতি যৌবনে, যথা সিন্ধু পূর্ণিমায়,
লাবণ্য সলিল, উচ্ছলিত,
নাভির আবর্ত্তে তূণ লোমাবলি ধায়,
হৃদে ফুল্ল তরঙ্গ লক্ষিত।

৮০

কিম্বা কাম ফণী খেলে ফণায় নয়নে,
রচি হৃদে বিপুল কুণ্ডলি,
নাভির বিবরে বাস, হেন লয় মনে,
দৃশ্য, সূক্ষ্ম পুচ্ছ, লোমাবলি।

৮১

ঢাকিতে নিতম্ব বৃদ্ধি কুটিল কুন্তল,
লভে মূলে আপন বন্ধন,
বৈরি নাশে সে এখনে পুলক চঞ্চল,
পদে পদে প্রকাশে কেমন।

৮২

যে কিছু সুন্দর সৃষ্টি নয়নে লক্ষিত,
যে সুন্দর মনে গড়া যায়,
সে সব সুন্দর, হৃদে করিয়া সঞ্চিত,
ভাবিলে বুঝিবে সবিতায়।

৮৩

ফুটিলে কলিকা, লয় আপনি আশ্রয়
আসি তায় সৌরভ যেমন,
প্রতি অঙ্গে হাব ভাব কেলি সমুদায়
শোভিল যৌবন আভরণ।

৮৪

গমন, ঈক্ষণ, হাস্য, রোদন, ভাষণ,
সুন্দরীর সকলি সুন্দর,
সুন্দরী যাহাকে করে সুন্দর ঈক্ষণ,
সেও ভাবে আপনা সুন্দর।

৮৫

শ্রী, কান্তি, সৌন্দর্য্য, তুমি ধর যেবা নাম
কি তুমি কি প্রকৃতি তোমার,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, ভব ধাম,
আকর্ষণী, উন্নত আত্মার!

৮৬

দ্যুতি, তুমি রবি, শশী, তারা, অনলের,
কুসুমের, সৌরভ সুন্দর,
শর্করার সুরস, শীততা অনিলের,
কদাকার কোকিলের, স্বর।

৮৭.

কাল কাদম্বিনী ভাল, ভাল সাজে তায়
লোহিত বরণী সৌদামিনী,
ধবল বকের মালা ভাল শোভা পায়,
ভাল, তলে শ্যামলা মেদিনী।

৮৮

সুন্দর ভূধর, অতি সুন্দর সাগর,
শস্যময় সুন্দর প্রান্তর,
সুন্দর বিজন বন, নগর সুন্দর,
মরু, বালু নিলয় সুন্দর।

৮৯

চিৎ চিত্ত সনে তব সংযোগ গোপন,
উভয়ের উল্লাসে উল্লাস,
চিৎ ফুল-গন্ধ, চিত্ত পটের দর্পণ,
যুবা বৃদ্ধ বদনে প্রকাশ।

৯০

পূর্ণ চিৎময়, নাই ক্ষয় বৃদ্ধি যার,
পূর্ণানন্দ চিত্তময় জন,
তব পূর্ণ অধিষ্ঠান কেমন তাহায়,
হায় না দেখিল এ নয়ন!

৯১

ভুলিলাম, সংসার সুষমা কণিকায়,
সুষমার আকর ছাড়িয়া,
ছাড়িলাম, জরা মৃত্যু হারিণী সুধায়,
কটু অর্ক ক্ষীরের লাগিয়া।

৯২

আন্ধারে কন্দরে যোগী মুদিয়া নয়ন,
দেখে, তাপ বিহীন বিভায়,
আতপেতে ভ্রমিয়া অবোধ মতি গণ,
আন্ধার, নেহারে হতাশায়।

৯৩

কি কারণ, অতি উচ্চ আশা তরু তার
হয় যদি সমগ্র সফল,
আস্বাদনে রস নাহি মিলে কদাচন ?
গুপ্ত তায় আধি কীটদল।

৯৪

হে সৌন্দর্য্য ! স্পর্শে যার সুন্দর সুন্দর,
দেখা দেও মানস নয়নে,
মলিন দেখুক আঁখি বিধু, বিভাকর,
হই পূর্ণ, পূর্ণের মিলনে।

৯৫

নবছিদ্র বাঁশরির স্বরের আলাপ
শুনে, মর্ম্ম কে বুঝিবে তার,
নয় সে সঙ্গীত, সুধু শোকের বিলাপ,
যেতে চায় বংশে আপনার।

৯৬

সামান্য কামিনী কান্তি কণিকা বর্ণনে
কান্তি কান্তে মতি, দুরাশায়
পাখা বান্ধা পাখী অল্প উঠিলে যতনে
পড় পুনঃ ধরায় ধূলায়!

৯৭

যৌবনে কামিনী শোভা যত হতে পারে,
ত্রুটি তার নাই সবিতায়,
লাবণ্যে ভূষিত তনু বিনা অলঙ্কারে
চাই সুধু সিন্দুর সিথায়।

৯৮

গোপনে রক্ষিত সদা বিভব যৌবন.
নাই আর প্রকাশ ভ্রমণ,
আগারে নিবাস, কার্য্য কেবল রন্ধন,
সহকারী সঙ্গী সুদর্শন।

৯৯

অবকাশ কালে বসি, তুলি লয়ে করে,
কত ছবি লিখে সুদর্শন,
নিকটে সবিতা বসি দেখে সুখ ভরে,
গুলে দেয় কখন বরণ।

১০০

কীট, পাখী, তরু, লতা, লিখে অগণন,
এক দিন লিখে সবিতায়,
সবিতার করে তুলে দিল সুদর্শন,
সবিতা কহিল চেয়ে তায়।

১০১

"কার রূপ ছবি লেখা দেখি মম মত"
হাসিয়া কহিল সুদর্শন,
"প্রকাশিতে পারি নাই, হৃদে আছে যত,
পটে রূপ, তোমার তেমন"

১০২

বালক বালিকা, এবে যুবক যুবতী,
আছে তবু পূর্ব্বের হৃদয়,
ভাবের ব্যত্যয়; কাল, ঘটালে সম্প্রতি,
ভুলাইতে না পেরে প্রণয়।

১০৩

পরস্পরে উভয়ের উভয়ে প্রণয়,
সহকারী আপনি সময়,
স্বভাবে ইন্দ্রিয় তোষে, পশু ভাব নয়,
নয় দেব ভাব, কল্পনায়।

১০৪

মধ্য ভাবে প্রেম করে মধ্য জীব নরে,
চায় সুখ আদান প্রদান,
সযতনে তোষে, তুষ্ট থাকিবার তরে,
প্রাণ পণে কিনে লয় প্রাণ।

১০৫

তাদের সে প্রেম নয় গন্ধময় ফুল,
কেবল তুষিতে নাসিকায়,
সৌরভিত, সুরসিত, আহারের তুল,
অন্তরের বুভুক্ষা জাগায়।

১০৬

রসঃ পয়, রাগ অগ্নি তাপ দেয় তারে,
লালসার শর্করা মিলিত,
প্রেমের পায়স স্থিত ধৈর্য্যের আধারে,
লয় দর্ব্বী মিলনে মিলিত।

১০৭

বিসদ স্নেহের বীজ সঞ্চিত পুর্ব্বের,
সেই তায় তণ্ডুল যেমন,
যৌবনে ব্যজিত, নাই ধুমা মালিন্যের,
সুপাচক আপনি মদন।

১০৮

আমায় না ভাল বাসে, ভাল বাসি যায়,
নরক না সমতুল তার,
ভাল বাসি যারে, ভাল বাসে সে আমায়,
এহতে কি সুখ আছে আর।

১০৯

তবে কি সে দিন দিন ম্লান সুদর্শন;
আভাহীন মুখ কান্তিমায় ?
নদী তীরে হেথা সেথা একাকী ভ্রমণ,
ছেড়ে সুখ সঙ্গি সবিতায়।

১১০

প্রতিযোগী প্রেমেকি হয়েছে সংঘটন ?
সবিতা কি রতা অন্য জনে ?
সবিতা মলিনা তবে রয় কিকারণ ?
দেখিতে না পেয়ে সুদর্শনে।

১১১

অন্য কোন রূপসীরে করি দরশন,
সুদর্শন ব্যাকুল কি চিতে ?
সুরূপসী সুশীলা কামিনী কোন জন,
সবিতার অধিক কাশীতে ?

১১২

সুদর্শন স্বগণের শোকে এ প্রকার ?
কখন না সম্ভবে এমন ;
শাস্ত্র পাঠে বুঝিতে কি বাকি আছে তার ?
স্রোতে তৃণ জীবের মিলন।

১১৩

পাপ আচরণ তরে এমন বিকার ?
হেতু তার না হয় লক্ষিত,
প্রবল সবিতা প্রেমে ক্ষুধা লালসার,
তাও ধৈর্য্যে আছে নিবারিত।

১১৪

তবে কেন বসি সেই মণিকর্ণিকায়,
অতি শোকে করে উচ্চারণ ;
"ধরণী হৃদয়ে তুমি ধর কি গো হায়
আমার সমান অভাজন" !

১১৫

"মধু হরিলাম রে বধিয়া মক্ষিকায়;
এ গ্লানি কি ঘুচিবে আমার !
যখন হবে রে ব্যক্ত সত্য সমুদয়
আচার্য্য কি বাঁচিবেন আর !" ।

১১৬

"পিতা হইলেন যিনি জেনে পিতৃ হীন,
পালিলেন অঙ্গজ সমান,
কাল সর্প আমি, এই মুখে এক দিন,
দংশিয়া বধিব তাঁর প্রাণ" ।

১১৭

"প্রতারণা ফণী, তুমি দ্বিফণা ভুষিত !
আগে পাছে সমান নিধন,
প্রতারিত হয় বটে প্রথমে দংশিত,
মরে পরে প্রতারক জন" ।

১১৮

"হা সবিতা সরলা, হা হৃদয়ের ধন !
কি হবে কি হবেরে তোমার,
আমি পাপী ধরি বটে কঠিন জীবন,
কোমলা কি বাঁচিবে আমার" !

১১৯

"বিষাদে, প্রমোদে, রণে, বনে, সিংহাসনে,
ভাগ্যে লয়ে যেখানে রাখিবে,
মর্ম্মের সবিতা বটে রবে চির মনে,
আঁখি কি সে আশ মিটাইবে" !

১২০

"মার্জ্জিতা, রঞ্জিতা, নারী দেখেছি অনেক,
ইতঃপর পাইব দেখিতে,
পাব কি সে সব দলে দেখিতে জনেক,
অভূষিতা সবিতা ভূষিতে" !

১২১

সুদর্শন ভাবে হেন বিষণ্ণ বদনে,
আছে কোন গোপন ব্যাপার,
কাল পাখী উড়িতেছে, পাখার পবনে
উড়াইবে, আবরণ তার।

১২২

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভোজন কারণ,
হয় মাত্র গতি নিকেতনে,
রয়, চাই গুরুর শুশ্রুষা যত ক্ষণ,
অবকাশে ভ্রমণ বিজনে।

১২৩

সবিতা খেদিতা, দেখে এ পরিবর্ত্তন,
নারী হৃদি নিবাস শঙ্কার,
বিজুলি সমান দেখা দেয় সুদর্শন,
পুনঃ হয় বিঘোর আন্ধার।

১২৪

প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ভাব করি দরশন,
ভাবিল এ প্রেমের বিকার,
যদিও না জানে তা সবিতা সুদর্শন,
বৃদ্ধ প্রেম জানে দোঁহাকার।

১২৫

সুধীর স্থবিরগণ রয় মৌনাসন,
অতি বোধে, অতি বোধ হীন,
বিফলে চাতুরী খেলা খেলে যুবাগণ,
প্রাচীনেরা, চাতুরী প্রাচীন।

১২৬

পুত্র নির্ব্বিশেষে করি পালন যাহার,
সযতনে দিল অধ্যয়ন,
সুখ ভাণ্ড শূন্য ভাগ পুরাইতে তার,
এক দিন ডাকিল ব্রাহ্মণ।

১২৭

শব্দ মাত্র নিকটে আগত সুদর্শন
সসম্ভ্রমে, কি আদেশ বলে ;
বসিবারে কহে পদ করি আবরণ ;
বন্দি পদ বসে পদতলে।

১২৮

প্রশান্ত স্নেহের দৃষ্টি আরোপিয়া তায়,
কহে দ্বিজ সুমধুর স্বরে ;
"জান বৎস এ সংসার নাট্যশালা প্রায়,
এক যায় অন্য আসে পরে"

১২৯

"সমাগত প্রস্থানের সময় আমার,
তনু বেশ, করি পরিহার,
প্রাচীনের উপযোগী নয় এ সংসার,
প্রাচীন না উপযুক্ত তার"।

১৩০

"দেশ হতে গমন করিতে দেশান্তরে,
পাথেয়ের হয় প্রয়োজন,
লোক হতে গমন করিতে লোকান্তরে,
পাথেয়, বিষয় বিসর্জ্জন"।

১৩১

"তোমায় অর্পিতে চাই সবিতার ভার,
নাই অন্য সংসার বন্ধন,
অতি শিশুকালে মাতা নিহত তাহার,
দেখ যেন করেনা রোদন"

১৩২

"বিবাহের লগ্ন আছে আগামী নিশায়,
পরিণীত করি দুই জনে,
এড়াইয়া এবারের সংসার চিন্তায়,
সমাধি সাধিব গিয়া বনে"।

১৩৩

"ছাত্র সহকারে, কাল, শাস্ত্র অধ্যাপনে,
মম মত করিবে যাপন,
সময়ে সংসার দিয়া শিক্ষিত নন্দনে,
মম মত যেও পুনঃ বন"।

১৩৪

নিরখিয়া চায় দ্বিজ ছাত্রের বদন,
হেরিবারে হর্ষের আভাস,
দেখিল পাণ্ডুর মুখ ঘূর্ণিত নয়ন,
নাসায় নিরুদ্ধ যেন শ্বাস।

১৩৫.

ক্ষণেক স্বভাব পেয়ে কয় সুদর্শন,
দর দর ধারা দুনয়নে,
“যে কথা না যুক্ত আর করিতে গোপন,
হায় মুখে কহিব কেমনে”।

১৩৬

“অগোচর নাই প্রভু নাম আক্‌বর,
দিল্লী ধাম রাজধানী যাঁর,
আবুলফজল তাঁর খ্যাত লিপিকার,
ফৈজী নাম ভ্রাতা আমি তাঁর”।

১৩৭

“হিন্দু শাস্ত্র রত্নাকর রতন গ্রহণে,
হতে প্রীতি ভাজন রাজার,
আদেশিলা রাজা, সব অনুচর গণে,
নরাধম করিল স্বীকার”।

১৩৮

“অজ্ঞ আমি পাপ পুণ্য কি জানি তখন,
হায় হায় বুঝেছি সম্প্রতি,
অনুতাপে কলঙ্কে কাটিবে এ জীবন,
মরিলে নরকে হবে গতি”।

১৩৯

কহিতে কহিতে কথা, অদূরে, সত্বর,
যাতনার স্বর নিনাদিত,
দেখিল আসিয়া দোঁহে ধরার উপর,
সবিতার তনু নিপতিত।

১৪০

কান্দিয়া বদনে জল দেয় সুদর্শন,
করে ঘন ব্যজন চালন,
সকলি বিষ[illegible], শুনে শোকের কারণ,
সুকোমলা ত্যজেছে জীবন।

১৪১

বিমল বরণ ক্রমে ঢাকে কালিমায়,
তনু যেন তুষারে স্নাপিত,
বুঝিল না পেয়ে শ্বাস, স্পর্শি নাসিকায়,
চির ঘুমে নেত্র নিমিলিত।

১৪২

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ক্ষণে সবিতায় চায়,
ক্ষণে পুনঃ চায় সুদর্শনে,
সুদর্শন হৃদে ধরে শব সবিতায়,
ভাসে তপ্ত আঁখি বরিষণে!

১৪৩

"অজ্ঞ নও বৎস তবে কেন শোক আর";
ধীর স্বরে কহিল ব্রাহ্মণ,
"অবশ্য ঘটিবে যা অবশ্য ঘটিবার
ভবিতব্যে রোধে কোন জন"।

১৪৪

"করি আশীর্ব্বাদ হৌক সম্পদ তোমার,
হও প্রীতি পাত্র পাতশার;
এক মাত্র অনুরোধ রাখিবে আমার,
বেদ মর্ম্ম করোনা প্রচার"।

১৪৫

দুহিতার প্রেত ক্রিয়া করি সমাধান,
তুষানলে দ্বিজ ত্যজি প্রাণ,
গেল চলি, যেখানেতে যায় পুণ্যবান,
ফৈজী দিল্লী করিল প্রস্থান।

১৪৬

সযতনে সম্রাট তুষিল সমাদরে,
গণ্য বিজ্ঞ, বিজ্ঞের সভায়,
কোরাণ রচিত যার অবিন্দু অক্ষরে,
বিদ্যা কীর্ত্তি অরবী ভাষায়।

১৪৭

সব সুখে সুখী ফৈজী তবু সুখী নয়,
দীর্ঘশ্বাসে দিত বিজ্ঞাপন,
সম্রাটের নেত্রে নীরবিন্দুর উদয়,
শুনিয়া শোকের বিবরণ।

১৪৮

কোথা ফৈজী, আকবর প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
সে সবিতা কোথায় এখন,
তুমি আমি কালে লীন হব সব জন,
রবে রব কার্য্যের ঘোষণ।

সম্পূর্ণ।

বর্ষ বর্ত্তন।

—"We take no note of time
But from its loss. To give it then a tongue
Is wise in man"——

Young's Night thoughts

১

কালের গতির কথা করিতে বর্ণন
কাব্যশক্তি কোন্ প্রয়োজন ?
শর সমীরণ জিনি কালের গমন
কেনা জানে,—কথা পুরাতন।
কাল অনিবার ধায়, (তথাপি না ক্ষয় পায়)
সিন্ধু মুখে তটিনীর প্রায়,
তৃণতুল ভূতকুল ভাসমান যায়॥

২

শুন শুন বাদ্য ভাণ্ড পুলক নর্ত্তন,
এ উৎসব কিসের কারণ ?—
পুরাতন বর্ষের যাত্রার আয়োজন ?
—কিম্বা নব বর্ষ আবাহন ?
অযোগ্য উল্লাস হায়, মৃত্যু সঙ্কীর্ত্তন প্রায় !
বর্ষ ক্ষয়ে, বর্ষ আগমন,—
বুঝ মনে, আয়ু ক্ষয় আগত শমন॥

৩

এদিনের কি হেতু এহেন বিশেষণ ?
এ রবি কি সেই রবি নয় ?
বিদ্যমান, এই ত সে পৃথ্বী পুরাতন,
সেই জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি ক্ষয়।
প্রকৃতির স্থির গতি, নরের চঞ্চল মতি,
এই নব এই পুরাতন,—
কল্পনার উপাধি,—অলিক আরোপণ ॥

৪

সেই পরমাণু পুঞ্জ, (হয় নাই আর)
আদি বিশ্ব বিরচিত যায়,
সংযোগ বিয়োগ তার সৃজন সংহার,
কে নব কে পুরাতন তায় ;
পূর্ব্বে নর নেত্র যাহা, এবে ফুল্ল ফুল তাহা,
এই যে শ্রীফল লম্বমান,
হতে পারে তরুণীর স্তন উপাদান ॥

৫

আছে হেতু তবু, যায় বলিবারে পারি—
'শেষ হলো বর্ষ পুরাতন,
প্রকাশিলে আগামী প্রভাতে তিমিরারি-
হবে নব বৎসর গণন' ;
আছে প্রকৃতির চিহ্ন, যায় কাল হয় ভিন্ন,
রাত্রি দিন,—রবি অস্তোদয় ;
প্রকৃতি সঙ্কেত শূন্য কোন কাজ নয়।

৬

তিনশত পঞ্চষষ্টি দিন গণনায়
পূর্ব্বে, পৃথ্বী ছিল যেই স্থানে,
বিচরিয়া ভূমণ্ডল, মণ্ডল-পন্থায়
আজ পুন আগত সেখানে।
বর্ষ বিভাগের তরে, হেন হেতু নরে ধরে,
অলিক বলিতে নারি আর ;
(সাচলা সচলা ধরা সাক্ষী নিজে যার)

৭

ভাবিতে, বিস্ময়ে হয় বিলীন অন্তর,
এহেন বিপুল ভূমণ্ডল,
পৃষ্ঠে লয়ে সিন্ধু শৈল কানন নগর—
ভীমবেগে আকাশে চঞ্চল !!
নদীর না জল নড়ে, পর্ব্বত না খসে পড়ে,
জীব পুঞ্জ না পায় জানিতে,
পৃথিবী চঞ্চল,—সব স্থির পৃথিবীতে।

৮

না বাসি পরশ, যারে না পায় নয়ন,
শ্রবণে না শব্দ শুনি যার,
কি কৌশলে ধরে তারে মানবের মন,
কি কৌশল সৃষ্টি বিধাতার !
ত্রিভুবনে আছে যাহা, মন সব জানে তাহা,
সব সনে তার পরিচয় ;
দেহ না দেখিতে পায় নিজ সমুদয়।

৯

কেবল কি রজোময়ী পৃথিবী মণ্ডল,
একা ভ্রমে আকাশ পন্থায় ?
ছোট বড় কত মত কত লোকদল,
অনিবার ভীম বেগে ধায় ;
নিজ নিজ বেগ ভরে, সবে শূন্যে রব করে,
মিলে হয় মধুর সঙ্গীত ;
মানব শ্রবণে হায় নয় পরশিত।

১০

গৌরবের কি পদবী তপন তোমার !
সৃষ্টদলে হেন নাই আর,
তব উপাসনারত সমগ্র সংসার ;
প্রকাশ প্রতিমা বিধাতার !
লোক চক্ষু লোক প্রাণ, লোক ত্রাস অবসান,
দিন দিন সৃষ্টির বিধান,
দীধিতি নিধান দীপ্ত দেব দৃশ্যমান !

১১

বারো রাশি, কাঞ্চনের বেদির মণ্ডল,
অধিবাসী অতি গরিমায়,
প্রদক্ষিণ করে সব সংসার মণ্ডল
কৃপাধীন উপাসক প্রায়।
তুমি ফিরাইলে দৃষ্টি, বিচিত্র বিপুল সৃষ্টি,
আদিম আন্ধারে মগ্নমান ;
তব রশ্মিভরে করে শূন্যে ভাসমান।

১২

দিবা, নিশা, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর—,
তুমি কাল বিভাগ কারণ ;—
কাল মহাসিন্ধু তুমি পতিত প্রস্তর ;
—উপজে তরঙ্গ অগণন ;
প্রথম জনমি রেখা, অতি ক্ষুদ্র দেয় দেখা,
ক্রমে স্থূল হয় পর পর ;
ক্রমে দিন মাস ঋতু অয়ন বৎসর।

১৩

পৃথিবীর পর্য্যটন বেষ্টিয়া তোমায়
বারেক হইল সমাপন,
সমাপন, পুরাতন বর্ষ হলো তায় ;
নরধামে কত আন্দোলন ;
এই যে চড়ক মেলা, ঘুরে ঘুরে পাক খেলা,
বুঝি ইথে প্রদর্শিত হয়
ভূমণ্ডল, মণ্ডল ভ্রমণ অভিনয়।

১৪

বিঘূর্ণিত জন, হয় পৃথিবী সমান,
তরুবর তপন প্রকার,
শিরলগ্ন বংশদণ্ড দিবানিশা মান
রশ্মি, রবি রশ্মি প্রতিমার ;
ফুল ফল বিতরণ, করে ভ্রাম্যমান জন,
পৃথ্বী, যথা থেকে ভ্রাম্যমান,
জনগণে করে নানা ফুল ফল দান।

১৫

বিন্ধে তনু স্থানে স্থানে, ঝরে রক্তধার,
ইহার উদ্দেশ বুঝা দায়,
কালগতে, পরমায়ু ক্ষয়ের ব্যাপার,
রক্তক্ষয় ছলায় বুঝায় ।
বুঝিয়া কালের মর্ম্ম, ছাড়িয়া সংসার ধর্ম্ম,
সবে হয় সন্ন্যাস আচারী,
ব্রহ্মরত ব্রাহ্মণ, পবিত্র সূত্রধারী ।

১৬

পুরাতন, হলো আজ পঞ্জিকা নূতন,
একদিনে হ্রাস গরিমার,—
একদিনে শেষ হলো সকল যতন ;
হে কাল কি মহিমা তোমার !
একদিনে প্রসবিত, একদিনে পরিণীত,
একদিনে শায়িত চিতায়,
একদিনে কি মহান্ ব্যাপার ঘটায় !!

১৭

তিন শত পঞ্চষষ্টি দিন গণনায়
নর-পরমায়ুর হরণ ;
তিনশত পঞ্চষষ্টি চরণ সংখ্যায়
অগ্রসর নিকটে শমন ।
হোরা দিবানিশা মান, পক্ষ মাস অবসান,
ঋতুচক্র বর্ষের বর্ত্তন,
সব গণি, নাহি গণি আসন্ন মরণ ।

১৮

ফল ফুল পল্লবে পরম বিভূষিত,
সুবিশাল শাখার প্রসার,
বাসনার পাখি দলে বসে গায় গীত ;
নর, হেন তরুর প্রকার ;
কাল নদতট পরে, হেন রূপে শোভা করে,
প্রতিক্ষণ মূল ক্ষত তার ;
সে কি জানে পতন আসন্ন আপনার ?

১৯

তরু পত্র প্রান্তভাগে লম্বিত নিহার,
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্ডীন পাখীর কল গীত,
সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা,
সরোজল হিল্লোল নর্ত্তন,
এহতে ভঙ্গুর, রম্য, মানব জীবন !!!

২০

কেন হেন হয়, কিছু না বুঝি কারণ,
হেন বুদ্ধিধর জীব নর,
আকাশের তারা করে, যে জন গণন
রবি শশী যার আজ্ঞাচর,
অধিপতি পৃথিবীর, জয় কর্ত্তা প্রকৃতির,
করে, বিশ্ব বদরি প্রকার,
আপন মরণ কেন ভুল হয় তার ?

এই যে উৎসব দিন, বাদ্য কোলাহল,
হায় কত স্থানে কত জন,
মরণ-মদিরা পানে অবশ বিকল
নির্নিমেষ নির্নিভ নয়ন !!
এই যে প্রমোদে রত, হায় এদলের কত,
(হতে পারে বিস্ময় কি তার)
আগামী প্রভাত ভানু হেরিবে না আর !!

২২

সম্মুখে, সুদূরে দৃষ্টি হয় ধাবমান,
পশ্চাতে না কিছু দেখে আর,
যে জীবের রচনার এহেন বিধান,
মৃত্যুর বিস্মৃতি সাজে তার।
বর্ষ অন্তে বর্ষক্ষয়, হর্ষে বর্ষবৃদ্ধি কয়,
বিবিধ মঙ্গল আচরণ,—
অধোগতি এ উন্নতি,—কূপের খনন।

২৩

সিতাসিত দুই সূত্র একত্র জড়িত,
রজ্জুর কি দিব বিশেষণ ?
চির বিচরিত হ্রাস, বৃদ্ধির সহিত,
বল ইচ্ছা যাহার যেমন।
আলো কাছে ছায়া পাই, ছোট ছাড়া বড় নাই।
নিশা চির-সঙ্গিনী দিবার,
বিপরীত বিজড়িত সকলি ধরার।

২৪

পাঠশালে যায় শিশু চিন্তা এই তার,
দাদার বয়স হবে কবে,
দাদা, ভাবে কবে হবে বয়স পিতার,
সংসারের কর্ত্তা হব তবে।
হেনমতে পরস্পর, হতে চায় অগ্রসর
অভিমুখে, সম্মুখ মরণ ;
তবে অল্প আয়ু বলে কান্দে কি কারণ ?

২৫

মরুভূমে জল, যথা জলে রেখাপাত,
দামিনীর চমক যেমন,
আকাশের কলেবরে যথা অস্ত্রাঘাত,
নরে মৃত্যু স্মরণ তেমন।
আত্মীয় মরণ ভরে, কিম্বা ঘোর ব্যাধিভরে,
উঠে মনে যদি বা কখন,
দুষ্ট শিশু পাঠ সম, ভুলি সেইক্ষণ।

২৬

ভূচরে বায়ুর ভার, মীনে জলভার,
যথা কভু জানিতে না পায়,
মানবে, মরণ তথা অভ্যাস ব্যাপার ;
শুধু যথাকালে জানা যায়।
কেহ চির স্মৃতি হীন, কারু স্মৃতি কোন দিন,
কারু, হয় স্মরণ যখন
হৃদে কম্প, মুখে কিন্তু অতি আস্ফালন।

২৭

'কি ভয় মরণে সে-ত নিয়ম ধাতার,
নিদ্রা ভিন্ন আর কিছু নয়'
দেখা যাবে হায় বীর বীরত্ব তোমার,
যখন আসিবে সে সময়।
বসিয়া, নগরে ঘরে, কে কবে শার্দ্দূলে ডরে,
বনে গেলে হয় অন্য মন।
কে ভীরু বিপদে, নাই বিপদ যখন ?

২৮

মহিষের গলঘণ্টা, শ্রবণে যখন,
অগ্রসর হবে পর পর,
যখন হেরিবে, তার আরোহী শমন
ভীম কৃষ্ণকায় দণ্ডধর,
তখন কাঁপিবে বুক, বিবর্ণ বিরস মুখ,
তখন বুঝিবে, বিচক্ষণ,
নিদ্রা আর মরণের বিশেষ যেমন।

২৯

সমস্ত প্রকৃতি, কাঁপে যে নামের ডরে,
নিভে যায় আকাশে তপন,
অণু হয়ে যায় ধরা যার স্পর্শভরে,
যার ডরে স্তম্ভিত পবন,
অতি ক্ষুদ্র কীটনরে, তারে যদি নাহি ডরে,
মানি হেন ব্যাপার কেমন,
ঘাতকের কাছে বলি-পশুর নর্ত্তন।

৩০

মরণ,—আ কি পরিবর্ত্তন আশঙ্কার !
কি হইব ? যাইব কোথায়
পরিহরি পরিচিত অভ্যাস সংসার ?
সব প্রিয় নিবসে যথায়।
জীবনের উষ্ণরাগ, চেতন আলোক ভাগ,
প্রিয় দীপকলি নিভে যায়,
কোন দুখ দুখ নয় হেন তুলনায় !!

৩১

'হে কবি ! অত্যাজ্য ভাবি বিপদ স্মরণ,
শুধু আশুভোগ বিনাশন,
আসিবে অবশ্য মৃত্যু, আসিবে যখন,
বৃথা তার মনন জল্পন,
এ প্রস্তাব পরিহর, হর্ষ আলোচনা ধর,
কর হেন বচন বিন্যাস
উন্মীলিত চিতে, যায় উঠিবে উল্লাস।'

৩২

সুবোধ পাঠক ! বৃথা জল্পনা এ নয়,
বৃথা নয় মৃত্যুর মনন,
মৃত্যুর কণ্টকহর, জানিবে নিশ্চয়
শুধু মাত্র মৃত্যুর স্মরণ ;
মৃত্যুর যে চিন্তা করে, সুখে সে মরণে তরে,
আগে ভাবি কার্য্যের মনন
কে না জানে, হয় তায় সুখ-সম্পাদন।

৩৩

দিন দিন বিষে অল্প অভ্যস্ত যে জন,
বিষ নয় প্রাণ হর তার,
প্রতি দিন মনে মনে, সাধিলে মরণ,
মরণ অভ্যাস হয় তাঁর।
মৃত্যু চিন্তা নাহি যার, বিষয়ের চিন্তা তার,
সে চিন্তায় মরণ কেমন,
বাসরে, নবোঢ়া বধূ বৈধব্য যেমন।

৩৪

মনে মনে মৃত্যু চিন্তা রাখো অনুক্ষণ,
নতশির রবে রিপুদল,
আশা, না বলিবে কাণে প্রলোভ বচন,
ক্রোধ না করিবে আর বল,
হিংসা দাঁতে কাটিবেনা, লোভ লাল ফেলিবেনা,
কাম ক্ষুধা হবে অবসান,
অঙ্গে না বিন্ধিবে, অঙ্গনার আঁখিবাণ।

৩৫

এই যে এখন, ধন লোভের কারণ
বড় লোক, বল নীচ জনে,
কটু বাক্য কশাঘাতে প্রাণে জ্বালাতন,
অপমানে অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
এ বিষাদে পাবে ত্রাণ, কাঞ্চনে করিবে জ্ঞান
ধরণীর ধূলির বিকার ;
প্রলোভন আকর্ষণ, থাকিবে না তার।

৩৬

নারি-মুখ পান-পাত্রে মেতে সুরা পানে,
কুতূহল পুলক চপল,
ভ্রমণ, প্রমত্ত মনে প্রমোদ উদ্যানে,
হেরিবে এ অলিক সকল।
নিতান্ত বীভৎস যাহা, উপাদেয় বাসো তাহা,
ভাঙ্গিলে, এ ভ্রমের বিকার,
অন্তর, আগার হবে ঘৃণার লজ্জার।

৩৭

সে দিন, যে সং সাজা করেছো দর্শন,
মর্ম্ম তার বুঝিবে তখন,
সং সেজে সংসারের, আছে সব জন
রাজা প্রজা কুজন সুজন।
নিজ নিজ ভাব ভরে, নানা মত সাজ পরে,
খেলা ক'রে চলে যায় ঘরে,
দেখে যারা, দোষ গুণ গায় তারা পরে।

৩৮

জ'ন্মে, ধাত্রী অঙ্কে শুয়ে করেছো রোদন,
হাসিয়াছে সকলে তখন,
কাটো কাল হেন, যেন আইলে মরণ,
তুমি হাঁসো, কান্দে সব জন।
মৃত্যু চিন্তা নাই যার, এ হেন মরণ তার,
কখন না সম্ভাবিত হয়,
সে কান্দিবে, হাঁসিবে অপর সমুদয়।

৩৯

সং সাজা, বাণ ফোঁড়া, চড়কের পাক
করিয়াছি এ সব স্মরণ;
নরপুরে হয় কি না আর কোন জাঁক
বৎসরের প্রস্থান কারণ?
বণিক বিষয়ী যারা, খাতা খুলে আজ তারা
লাভালাভ করে নিরূপণ;
এ দৃষ্টান্ত পথে হায় চলে কয় জন!

৪০

বণিক, কি আমরা সকলে নয় হায়?
ল'য়ে জ্ঞান মতি মূল ধন,
আসিয়াছি এ সংসার পণ্য বীথিকায়,
বাণিজ্য কি নয় এ জীবন?
কি পণে কি হলো ক্রয়, কিসে কিসে বিনিময়,
স্মৃতি খাতা, খুলে একবার
হে নর বণিক! বুঝ লাভ আপনার॥

৪১

বিবেক বুদ্ধিরে কর হিসাবে মুহুরি,
তবে ত, পাইবে বিবরণ,
রিপু কর্ম্মচারিগণে যা করেছে চুরি,
যে, করেছে বঞ্চনা যেমন।
পরধনে ধনবান, দম্ভ তব গদিয়ান,
তার কথা শুননা এখন,
বাজার সম্ভ্রম দেখ, দেখ মহাজন।

৪২

সারল্য, সুবর্ণ মুদ্রা ল'য়ে উচ্চ পণ,
বেচেছে যা, দালাল সময়,
কপটতা কৌটা আঁটা পরীক্ষা রতন,
দেখ আগে ঝুঁটা সে ত নয়;
বাজে খরচের খাতা, দেখ দেখি পাতা পাতায়
কি বিপুল পরিমাণ তার!
কত অল্প দাদনের,—দান নাম যার।

৪৩

অশ্রু-মুক্তা বেচিলে না, কাতর ক্রেতায়,
পেতে, মহা কৃতজ্ঞতা পণ;
কেননা ছাড়িলে প্রিয়বাক্য শর্করায়?
কে না নিত দিয়া প্রীতি ধন?
আয়ু ধান্য ছিল ঘরে, বেচিলে বাজার দরে,
প্রমোদ দালাল হলো তার;
কিছু চেপে রাখিলে কি মূল্য হতো আর!

৪৪

যা হবার হয়েছে, উপায় নাই তার,
আজ হতে রাখিবে কামনা,
চলন কাঁটায় কিছু বেচিবে না আর,
বিনা পরিণাম বিবেচনা।
রজনীতে খাতা খুলে, দেখিবে কি গেলে ভুলে,
তবে তার হবে সংশোধন,
বিলম্বে, বিফল, ক্ষোভ অশ্রু বরিষণ।

৪৫

একে একে কত হেম বর্ষ হলো ক্ষয়,
কত মত ঘটনা ঘটিল,
হলো পরিবর্ত্তিত, শরীর সমুদয়,
মন, তবু অবোধ রহিল !!
কালস্রোতে ঢালাকায়, যথা ইচ্ছা ভেসে যায়,
শুভাশুভ ঘটে ঘটনায়,
উত্তেজনা, কখন না, শুভসাধনায়।

৪৬

হে ধন্য রোমের পতি ! যামিনীতে ধ্যানে
না পাইলে পর উপকার,
"হারায়েছি এক দিন" ক্ষুব্ধ হ'তে প্রাণে,
কোথা আছে দ্বিতীয় তোমার ?
দিনের কি কথা আর, বর্ষ যায় জল ধার,
ভেবে, এবে হই জ্ঞান হত,
হারায়েছি তত বর্ষ, আয়ু বর্ষ যত !!

৪৭

হারায়েছি বাল্যকাল, ধূলার খেলায়,
হারায়েছি, সরাগ যৌবন
রমণীর রক্ত গণ্ড স্পর্শ লালশায়,
প্রৌঢ়কাল আগত এখন ;
কপট কুটীল অতি, বিষম বিষয় মতি
কাঞ্চনের করি উপাসনা,
কখন বা ত্রাস ভরে মরণ ভাবনা।

৪৮

ধীরে ধীরে যামিনীর আন্ধার যেমন
অপরাহ্নে করে আসি গ্রাস,
বৃদ্ধকাল দুর্ব্বলতা, আসিছে তেমন,
প্রৌঢ় মতি গতি বলনাশ !
বৃদ্ধের অবশ কায়, কি আর করিবে তায়,
বৃথা তার ক্ষোভের নিশ্বাস,
বৃথা অশ্রুপাত, বৃথা শুভ অভিলাষ।

৪৯

ধ্যান-নেত্রে গত আয়ুঃ করি বিলোকন
যেন ভীম ঊষর প্রসার,
নাই, তৃণ তরু লতা লোচন-লোভন,
শুধু শূন্যাকার নিরাশার ;
স্থানে স্থানে পাপাচার, কণ্টক পাদপাকার,
দুষ্ট বাঞ্ছা, ফণী কুণ্ডলিত,
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ শ্বাস ঝঞ্ঝা প্রবাহিত।

৫০

সংশোধন প্রতিজ্ঞা করেছি কত বার
ঠেকে রোগে শোকে যাতনায় ;
সে প্রতিজ্ঞা, সুরাপায়ী উদ্যম প্রকার,
কেবল স্খলন পায় পায় ;
ক্রমে ক্রমে সব স্থির, পূর্ব্ব নিদ্রা প্রকৃতির,
কখন বা ক্ষণেক স্মরণ,
আবার প্রতিজ্ঞা করি, আবার তেমন!

৫১

হে অষ্ট সপ্ততি বর্ষ! করিলে গমন,
কিছু না পেলেম উপকার,
কিছু মনে ক্ষুব্ধ আমি নহি সে কারণ,
গেছে, হেন কত বর্ষ আর!
গুণাগুণ বিচারণা, কি করিব আলোচনা,
তোমায় বিশেষ কিছু নাই,
যা ছিল পৃথিবী পূর্ব্বে রেখে গেলে তাই।

৫২

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে যথা জনন নিধন,
লভিয়াছে শত শত জন,
তব অধিকারে তথা কত শত জন
লভিয়াছে জনন নিধন।
কেহ সুখে হাঁসিয়াছে, কেহ দুঃখে কান্দিয়াছে
কারু হাস্য রোদন পর্য্যায়,
কারু কেটে গেছে শুধু, শূন্য নিরাশায়!

৫৩

বিধবা হয়েছে কত রমণীরতন,
কত নারী লভিয়াছে পতি,
ভিক্ষারী হয়েছে কত পূর্ব্ব ধনিগণ,
দরিদ্র, হয়েছে লক্ষপতি।
কেহ না চিনিত যারে, সবে মানিয়াছে তারে,
হইয়াছে মানী মান হত,
সিংহাসন-চ্যুত রাজা, দেশান্তর গত!

৫৪

বিখ্যাত ফরাশী রাজ্য, ধাম সভ্যতার,
অনুরূপ ছিলনা ধরায়,
বর্ষরাজ (অতিমাত্র কলঙ্ক তোমার)
বহাইলে রক্ত নদী তায়।
ধনে মানে অবসান, নত শির হত মান,
ঘরে পরে সমর তুমুল,
বিনাশ, বিঘোর, ভীম, বিকট, অতুল।

৫৫

সে দিন গরিমা যার ধরেনি ধরায়,
অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর !
পরিজন সনে, পর-আশ্রয় আশায়
পর্য্যটিত দেশ দেশান্তর !!
হে কাল তোমার ক্রিয়া, ভাব চক্ষে নিরখিয়া,
উদয় না হয় মনে কার ?
'কেহ পরাক্রমী নয় সমান তোমার।'

৫৬

কিছুই ছিলনা, ছিল তব অবস্থান,
রবে, কিছু রহিবে না আর,
অনন্ত অসীম আয়ুঃ কাল বলবান !
কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার ?
অশনি পতন ঘায়, যে জন বাঁচিয়া যায়,
কুশাঘাতে ক্ষয় কর তারে ;
সিন্ধু সন্তরিয়া উঠে, হত হয় পারে।

৫৭

কর্ম্ম-সূত্র, মানব পুতুলি বান্ধা তায়,
কত নাট্য হয় অভিনীত,
তুমি আছো নেপথ্যে, যে জানিতে না পায়,
সে ভাবে, পুতুলি ক্রিয়ান্বিত !
হাসে কান্দে পড়ে ধায়, সব তব চালনায়,
সাজে, সাজে বিবিধ বিধান,
সাজ শূন্য পুতুলির সকলি সমান।

৫৮

রবি শশী, কাটি দুটি ঘুরাইয়া করে,
কি কৌতুক কর প্রদর্শন !
সোণা রূপা, হয় ধূলা পরশের ভরে,
ইন্দ্রজালী কে আর এমন :
শূন্য গাছে কালে ফল, শূন্য বালা হৃদি স্থল,
কালেতে কলস লালসার
তুঙ্গ স্তন রচন, পতন কালে তার।

৫৯

বিলোল লহরী ছিল সাগর যথায়,
এবে যেন লহরী স্তম্ভিত,
ক্রমসোপানিত তথা হিমাদ্রি'র কায়,
তিমিরাজ্যে দন্তী বিরাজিত !
সিন্ধু জমে, গিরি গলে, জলে স্থল, স্থল জলে,
কাল কি কর্ম্মিষ্ঠ কুম্ভকার !
করে পৃথ্বী পিণ্ড পৃথ্বী-পিণ্ডের প্রকার !!

হে অষ্ট সপ্ততি বর্ষ ! কর হে গমন
লও গিয়া সুখে তথা লয়,
গিয়াছে, যেখানে তব পূর্ব্ববর্ত্তিগণ,
সে নিবাস অক্ষয় অব্যয় !!
মহাকাল পারাপার, তোমরা তরঙ্গ তার,
উঠে, ক্ষণকাল ক্রীড়াবান,
উল্লাসে উল্লাসে কেহ, কেহ মগ্নমান।

৬১

লভেছি যে কিছু দুখ, তব অধিকারে,
দোষ তায় না দেই তোমার,
আপনার কর্ম্ম ফল কে এড়াতে পারে ?
অনিবার্য্য নিয়ম ধাতার।
সুখ লভিয়াছি যাহা, তব দান মানি তাহা,
উপহার কিবা দিব তার,
যাও এক বর্ষ আয়ুঃ লইয়া আমার !

৬২

সুখ দুখ ক্ষতি বৃদ্ধি, জয় পরাজয়,
লাভালাভ, যে কিছু তোমায়,
গত কথা, সে সকলে আর নাহি ভয়,
না কাঁপিবে হৃদি আশঙ্কায়।
যে সিন্ধু হয়েছি পার, গোম্পদ আকার তার,
যে বিপদ, এবে নাই আর
কেহ না চিন্তিত হয়, চিন্তা যোগে তার।

৬৩

বিদ্যমান বিপদে ব্যথিত তত নয়,
গত বিঘ্ন ঘর আরামের,
পতনের বেদনা, তত না কভু হয়,
কিন্তু অতি ত্রাস পতনের।
যত সুখ কল্পনায়, যত দুখ আশঙ্কায়,
ভোগকালে না হয় তেমন,
চির দিন, ভাবি ব্যগ্র মানবের মন।

৬৪

যা হয়েছে ক্ষতি নাই, যা হয় এখন
উচিত ব্যবস্থা হবে তার,
নিয়ত ব্যাকুল নর, করিতে ঈক্ষণ
অন্ধ, ভাবি-কাল ঘটনার।
কি জানি কি হবে পরে, সবে ব্যগ্র তারি তরে,
অথচ না নিরূপণ পাই,
ভাবি-ব্যগ্র ভাবি-অন্ধ জীব হেন নাই!

৬৫

পরিচিত ছিলে তুমি বর্ষ পুরাতন,
বহু দিন একত্র বিহার,
যাও প্রিয়তম! যাও নিজ নিকেতন,
এ জন্মে না দেখা হবে আর
বহুদিন তব যোগে, বহু সুখ দুঃখ ভোগে,
আছে তব স্মৃতি বিজড়িত,
অবশ্য হইবে কভু কভু জাগরিত।